বিবেক-জীবন, মার্চ ২০০৮

সম্পাদকীয়

একমাত্র আরাধ্য

১৮৯৭ সালে আমেরিকা থেকে ভারতে ফিরে স্বামী বিবেকানন্দ হৃদয় উজাড় করে দেশবাসীকে আহ্বান করেছিলেন - দেশসেবায় আত্মবলিদানের প্রস্তুতি হিসাবে আগে নিজেদের জীবন ও চরিত্র গড়ে তুলতে। সে সময়ে তিনি বলেছিলেন, ''আগামী পঞ্চাশ বছর একমাত্র গরীয়সী ভারতমাতাই তোমাদের আরাধ্য হোন। আর সকল অকেজো দেবতার কথা এই কয় বছর ভুললে ক্ষতি নেই। একমাত্র এই দেবতাই জাগ্রত - আমাদের স্বজাতি ...। আর সব দেবতারা ঘুমোচ্ছেন। আমাদের চারিদিকে যে ঈশ্বর বিরাটরূপে বিরাজমান, তাঁকে ছেড়ে আর কোন অকেজো দেবতার সন্ধানে আমরা ঘুরবো ?''

১৯৪৭ সালে তাঁর সেই বাণীর পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হয়ে গেছে। আর সেই বছরেই ব্রিটিশের দাসত্ব ছেড়ে আমরা রাজনৈতিক স্বাধীনতা পেয়েছি। সুতরাং গরীয়সী ভারতমাতা আর আমাদের আরাধ্য নন, তাঁকে ভুলতে আমরা একটুও দেরী করি নি। তাঁর অজ্ঞ মূর্খ দরিদ্র ছেলেমেয়েরা শিক্ষার আলো পেয়ে জাগলে তিনি জাগবেন। তাতে আমাদের নীতিবিবর্জিত স্বার্থসিদ্ধির আয়োজনে খুব অসুবিধে হবে। অন্য দেবতারা বরং অনেক ভালো, তাঁদের মস্ত মস্ত প্যান্ডেল বানিয়ে তারস্বরে মাইক বাজিয়ে সিনেমার অশ্রাব্য গান বাজিয়ে আহ্বান করা যায়। ঠিক-ভুল যা হোক কিছু মন্ত্র আওড়ে পুষ্পাঞ্জলির নামে ছেঁড়া ফুল ছুঁড়ে দিয়ে যা যা দরকার সব চেয়ে নেওয়া যায়। গরীয়সী ভারতমাতার যে পূজায় বিবেকানন্দ ডেকেছেন, তাতে এসব কিছু নেই - শুধু দাও আর ফিরে নাহি চাও। ওটা সেকেলে হয়ে গেছে, এ যুগে আর চলে না। এতে কোনো হৈ চৈ নেই, আছে কেবল জীবনভোর নীরব সাধনা। চাহিদার বদলে আছে আত্মনির্ভরতা আর আত্মবলিদান। যুবসমাজকে এ দিয়ে ভুলিয়ে রাখা যাবে না - তারা জেগে উঠবে, সকলকে জাগিয়ে তুলবে। না, না, এ চলবে না।

গরীয়সী ভারতমাতা কিন্তু জাগছেন। আর এ জাগরণের গতি কেউ রোধ করতে পারবে না। আজ দিকে দিকে দূরদূরান্তে ছড়িয়ে পড়ছে স্বামীজীর আহ্বান। নাম-না-জানা কিশোর যুবকের দল সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে মায়ের পূজার অর্ঘ্য সাজাচ্ছে নিজেদের জীবনে, কেননা এ পূজায় একমাত্র অর্ঘ্য যথার্থ জীবন - শক্ত সমর্থ শরীর, সত্যনিষ্ঠ দৃঢ় মন আর নিঃস্বার্থ প্রেমদীপ্ত হৃদয়। এই আহ্বানের একটা নিজস্ব শক্তি আছে - দুর্জয় সে শক্তি - অপ্রতিরোধ্য। সেই শক্তিপ্রভাবে সকলের অগোচরে নীরব নিভৃত জীবনসাধনায় প্রস্তুত হচ্ছে ভাবীকালের ভারতবর্ষ।

হে ভারতীয় যুবকবৃন্দ, তোমরা কেউ এই অপূর্ব সুযোগ থেকে বঞ্চিত থেকো না। আজ আমাদের প্রত্যেকের ওপর মহাদায়িত্বভার। আমাদের কোটি কোটি ভাইবোন আজও হতাশার গভীরে ডুবে আছে। এদের কল্যাণই ভারতমাতার যথার্থ আরাধনা। অল্পসংখ্যক স্বার্থপর সুবিধাভোগী মানুষের দলে নাম লেখাতে পারলে জীবন সার্থক হবে - এ কথা তোমাদের অনেকে শেখাতে চাইছে। তোমরা তাদের কথায় কান দিও না। যিনি তোমাদের প্রাণের চেয়েও অনেক বেশী ভালোবেসেছেন, সেই স্বামী বিবেকানন্দের নেতৃত্বে তোমরা তোমাদের অমূল্য জীবনকে তিলে তিলে গড়ে তোলো, তোমাদের মনুষ্যত্বকে পূর্ণমহিমায় জাগ্রত করো। কেননা ''ভারতমাতা অন্ততঃ সহস্র যুবক বলি চান ; মনে রেখো - মানুষ চাই, পশু নয়।'' অকেজো ঘুমন্ত দেবতাদের ছেড়ে এগিয়ে এসো, আমরা মানুষরূপী ঈশ্বরের সেবায় জীবন সার্থক করি। পঞ্চাশ বছর পার হয়ে গেলেও স্বামীজীর ঐ আহ্বানের কাল উত্তীর্ণ হয়ে যায় নি। কেননা এখনও তাকে আমরা ফলপ্রসূ করে তুলি নি। হৃদয়ের গভীরে কান পেতে শোনো - আজও ধ্বনিত হয়ে চলেছে সেই বাণী - ''আগামী পঞ্চাশ বছর একমাত্র গরীয়সী ভারতমাতাই তোমাদের আরাধ্য হোন।''

দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির কথা আমরা আজকাল অনেক শুনছি। ভারতীয় অর্থনীতির অসংগঠিত ক্ষেত্রে ব্যবসায়িক উদ্যোগ বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার যে জাতীয় কমিশন বসিয়েছেন, তার সভাপতি

সম্প্রতি বলেছেন, জাতীয় উৎপাদন এখন যে উচ্চ হারে (৯%) বৃদ্ধি পাচ্ছে, সেটা দেশের শতকরা ৭৭ জন মানুষের উপকারে আসে নি । প্রায় ৮৩.৬ কোটি মানুষের দৈনিক ব্যয় ২০ টাকার কম । আর অর্থনৈতিক সংস্কারের সুফল ভোগ করছে শুধু ২৩.৫ কোটি মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত মানুষ, যাদের প্রতিদিনের ব্যয় গড়ে ৯৬ টাকার বেশী । স্বামীজীর ভাষায় জিজ্ঞাসা করা যায়, ''সমাজ কাদের নিয়ে ? তুমি, আমি আর দশজন উচ্চশ্রেণীর মানুষ, না এই কোটি কোটি দরিদ্র অজ্ঞ মানুষ ?''

জনসাধারণের জীবনধারণের মান, মাথাপিছু গড় বার্ষিক আয়, প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার, শিশুস্বাস্থ্য ও শিশুমৃত্যুর হার, শিশুশ্রমিকের অবস্থা ও সংখ্যা প্রভৃতি সকল গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে 'জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন' নেওয়া তো দূরের কথা, আমরা আজও জগৎসভায় সবচেয়ে পেছনের সারিতে । অনাহারে মৃত্যুর খবর কিছু কিছু বের হয় এখনও, অপুষ্টিজনিত মৃত্যু কত হচ্ছে তার হিসেব কেউ রাখে না । সেসব দেখে কারুর চোখ ভিজে আসে না, অন্তর অগ্নিময় হয়ে ওঠে না । টিভিতে আর খবরের কাগজে মিথ্যে বিজ্ঞাপন দিয়ে এত বড় লজ্জা কি ঢাকা যাবে ? যাদের হাতে পড়ে দেশের এই অবস্থা, তাদের ওপর ভবিষ্যতের ভার ছেড়ে দিয়ে উদাস হয়ে থাকতে সে পারে না, যার মধ্যে যৌবনের দ্দ দেশজননীর এই যুগযুগসঞ্চিত বেদনা দূর করবার দায়িত্ব দেশের যুবসমাজের ওপর । তাই আজ স্বামীজীর ঐ আহ্বানে সাড়া দিয়ে জীবনগঠনের নীরব সাধনায় লেগে পড়াই যুবকদের সর্বোত্তম কর্তব্য। নিজেদের ওপর পূর্ণ আস্থা রাখতে হবে । আমরা অন্য প্রলোভনে সাড়া দেব না । চারিদিকে সকলেই অন্য কথা বলতে পারে, আমার মনও কখনো আপোষ ও আয়েসের সহজ পথে পা বাড়াতে চাইতে পারে । কিন্তু আমার দরিদ্র অজ্ঞ মূর্খ ভাইবোনেদের কল্যাণের জন্য অত্মোৎসর্গের বন্ধুর যে রাজপথ আমার জন্য তৈরী হয়ে আছে, তা থেকে এসব কিছুই আমাকে বিচ্যুত করতে পারবে না । এই বীরের প্রতিজ্ঞা, এই তেজ, এই সমবেদনার আগুন স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের কাছে দায়স্বরূপ অর্পণ করে গেছেন ।

তধছন ।

'তধছন ।

ী হয়ে আছে, তা থেকে এসব কিছুই আমাকে বিচ্যুত করতে পারবে না । এই বীরের প্রতিজ্ঞা, এই তেজ, এই সমবেদনার আগুন - প্রেমের আগুন স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের কাছে দায়স্বরূপ অর্পণ করে গেছেন ।

১নন্দ আমাদের কাছে দায়স্বরূপ অর্পণ করে গেছেন ।

ধগছেন ।

ধগছেন ।

তক্ষ